দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JUL 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

মিজান প্রধানমন্ত্রী ।। মওদুদ, মতিন ও জাফর উপ-প্রধানমন্ত্রী

২৬ সদস্যের নতুন মন্ত্রী পরিষদ

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

জনাব মিজানুর রহমান চৌধুরীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে ২৬ সদস্যের নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা গতকাল বুধবার বিকেলে বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লে: জেনারেল এইচ, এম এরশাদের কাছে শপথ নিয়েছেন।

একই অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত ৬জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ৫জন ও ৩জন উপমন্ত্রীও শপথ নেন।

মন্ত্রী পরিষদে তিনজন উপ-প্রধানমন্ত্রী রয়েছেন। এরা হচ্ছেন জনাব মওদুদ আহমদ, ডাঃ এম,এ মতিন ও কাজী জাফর আহমদ।

নতুন মন্ত্রী পরিষদের অন্য সদস্যরা হচ্ছেন: বিচারপতি এ, কে, এম নুরুল ইসলাম, মেজর জেনারেল (অব:) এম, শামসুল হক, মেজর জেনারেল (অব:) মহব্বতজান চৌধুরী, মেজর জেনারেল (অব:) এম,এ মুনিম, মেজর জেনারেল (অব:) মাহমুদুল হাসান, এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) কে, এম আমিনুল ইসলাম, শাহ মোয়াজ্জম হোসেন, জনাব এম, এ সাত্তার, জনাব আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, জনাব সিরাজুল হোসেন খান, ব্যারিস্টার রাবিয়া ভুঁইয়া, জনাব আনোয়ার হোসেন, জনাব হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, জনাব সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী, জনাব এ, কে, এম মাঈদুল ইসলাম, জনাব হাশিমুদ্দিন আহমদ, মীর্জা রুহুল আমিন, জনাব মোমেন উদ্দীন আহমদ, আলহাজ্ব মওলানা এম, এ মান্নান, জনাব শফিকুল গনি স্বপন, শ্রী সুনীল গুপ্ত ও জনাব আনোয়ার জাহিদ।

প্রতিমন্ত্রীরা হচ্ছেন: জনাব জাফর ইমাম, জনাব মেজবাহউদ্দিন বাবলু, শেখ শহীদুল ইসলাম, জনাব মুজাফফর হোসেন, জনাব এম, এ সাত্তার ও মি: বি, কে দেওয়ান।

তিনজন উপমন্ত্রী হচ্ছেন জনাব জিয়াউদ্দীন আহমদ বাবলু, বেগম মমতা ওয়াহাব ও জনাব এ, এফ, এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী।

প্রতিমন্ত্রী জনাব জাফর ইমাম গতকাল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না।

নতুন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-

(শেষ পৃ: ৩-এর ক: দ্র:)

কে কোন দফতর পেলেন

রাষ্ট্রপতি এইচ.এম এরশাদ গতকাল বুধবার নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করে মন্ত্রীদের দায়িত্ব বন্টন করেছেন।

মন্ত্রী ও তাঁদের দফতরগুলো হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী--ডাক ও টেলিযোগাযোগ; উপ-প্রধানমন্ত্রী মওদুদ আহমেদ-শিল্প; উপ-প্রধানমন্ত্রী ডা: এম,এ মতিন যোগাযোগ; উপপ্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমেদ-বাণিজ্য; বিচারপতি এ,কে,এম নুরুল ইসলাম আইন ও বিচার; মেজর জেনারেল (অব:) এম, শামসুল হক--ত্রাণ ও পুনর্বাসন; মেজর জেনারেল (অব:) মহব্বতজান চৌধুরী--খাদ্য; মেজর জেনারেল (অব:) এম,এ মুনীম পিএসসি-কৃষি; মেজর জেনারেল (অব:) মাহমুদুল হাসান-স্বরাষ্ট্র; এয়ার ভাইস মার্শাল কে, এম আমিনুল ইসলাম (অব:)-পূর্ত; শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন--স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়;

(শেষ পৃ: ৫-এর ক: দ্র:)

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 10 JUL 1986
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

দফতর

(১ম পাতার পর)

এম,এ সাত্তার--শ্রম ও জনশক্তি; আনিসুল ইসলাম মাহমুদ-সেচ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ; সিরাজুল হোসেন খান--মৎস্য ও পশুপালন; রাবিয়া ভুইয়া--সমাজ কল্যাণ ও মহিলা বিষয়ক; আনোয়ার হোসেন--জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ; সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী-স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা; হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী-পররাষ্ট্র বিষয়ক; এ,কে,এম মাইদুল ইসলাম-বন্দর; জাহাজ চলাচল ও আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন; হাশেমউদ্দিন আহমেদ-বস্ত্র; মীর্জা রুহুল আমিন-ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার; মোমেন উদ্দিন আহমেদ-শিক্ষা; মাওলানা এম,এ মান্নান-ধর্ম বিষয়ক; শফিকুল গনি স্বপন-বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন; সুনীল গুপ্ত-যুব ও ক্রীড়া; আনোয়ার জাহিদ-তথ্য।

প্রতিমন্ত্রী ও তাঁদের দফতরগুলো হচ্ছে: জাফর ইমাম-পাট; মেসবাহউদ্দিন বাবলু-শিল্প; শেখ শহীদুল ইসলাম-যুব ও ক্রীড়া; মোজাফফর হোসেন-কৃষি; এম,এ সাত্তার--বাণিজ্য; বি,কে দেওয়ান-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়।

উপমন্ত্রী ও তাঁদের দফতরগুলো হচ্ছে: জিয়াউদ্দিন আহমেদ বাবলু-শিক্ষা; বেগম মমতা ওয়াহাব--স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা; এ,এফ, এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী--বন্দর, জাহাজ চলাচল ও আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন।

নতুন মন্ত্রী পরিষদ

(১ম পাতার পর)

মন্ত্রীদের মধ্যে ৪ জন ছাড়া সকলেই জাতীয় সংসদের সদস্য। এই ৪ জন হচ্ছেন: মন্ত্রী বিচারপতি এ, কে,এম নুরুল ইসলাম, মেজর জেনারেল (অব:) এম, এ মুনিম ও মেজর জেনারেল (অব:) মাহমুদল হাসান এবং উপমন্ত্রী জনাব জিয়াউদ্দিন আহমদ বাবলু।

স্থগিত সংবিধানের ৫৮ ধারা পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নতুন মন্ত্রী পরিষদ গঠন করেছেন। এর আগে রাষ্ট্রপতি পুরনো মন্ত্রী পরিষদ ভেঙ্গে দেন।

মন্ত্রী পরিষদে নবাগত

মন্ত্রী পরিষদে নবাগতদের মধ্যে রয়েছেন: মন্ত্রী জনাব হাশিমুদ্দিন আহমদ, মীর্জা রুহুল আমিন, জনাব মোমেনউদ্দীন আহমদ ও মওলানা এম, এ মান্নান, প্রতিমন্ত্রী জনাব মুজাফফর হোসেন, জনাব এম, এ সাত্তার, মি: বি,কে দেওয়ান এবং উপমন্ত্রী বেগম মমতা ওয়াহাব ও জনাব এ, এফ, এম ফখরুল ইসলাম মুন্সী।

যারা বাদ গেলেন

পুরনো মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের মধ্যে জনাব শামসুল হুদা চৌধুরী, জনাব কোরবান আলী, মেজর জেনারেল (অব:) আবদুল মান্নান সিদ্দিকী ও জনাব জাকির খান চৌধুরী নতুন মন্ত্রী পরিষদে নেই। জনাব শামসুল হুদা চৌধুরীকে সংসদের স্পীকার ও জনাব কোরবান আলীকে ডেপুটি স্পীকার নিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। জনাব জাকির খান চৌধুরী রাষ্ট্রপতির মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা হিসাবে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় কাজ করবেন। অর্থ উপদেষ্টা জনাব এম. সাইদুজ্জামানও মন্ত্রীর পদমর্যাদায় আগের মতই অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

গতকালকের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকদ্বয়, সরকারের পদস্থ কর্মকর্তা, নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য, বিদেশী কূটনীতিক, সাংবাদিক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানটি নির্ধারিত সময়ের ১৪ মিনিট পরে ৫টা ৪৪ মিনিটে শুরু হয়।